দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জবির বিজ্ঞান অনুষদে ব্যবহারিক পরীক্ষা বাণিজ্য

● বিনা রসিদে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা ● টাকা দিতে না পারলে ফেল হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকরা বিনা রসিদে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। টাকা দিতে না পারলে পরীক্ষায় কম নম্বর দেয়া, ফেল করানো এবং পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়ায় মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা বললেন, অনেক দিন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে, তাই আমরাও নিচ্ছি।

জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা এক প্রকার জোর করেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার ফি-এর কথা বলে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। আর ছাত্ররাও জোর করে ফেল করিয়ে দেয়ার ভয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা ধার্য করা টাকা দিয়ে আসছেন অনায়াসেই। তবে কেউ যদি এই অবৈধ ফি দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে এজন্য ঐ শিক্ষার্থীকে দিতে হয় এর চরম মাসুল। সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সত্ত্বেও তাকে কোনমতে পাস করানো হয়। আবার অনেককে পরীক্ষার হল থেকেই বের করে দেয়া হয়। আর এ ঘটনাটি ঘটছে অহরহ। জানা যায়, জবির উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান-এর মেজর এবং অন্য কয়েকটি বিভাগের ননমেজর-এর প্র্যাকটিক্যালের প্রায় ৬শ' শিক্ষার্থী রয়েছে। এই ৬শ' শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেড়শ' করে টাকা নেয়া হলে প্রতি পরীক্ষার জন্য আয় হয় ৯০ হাজার টাকা। আর এ টাকা আয় করা হয় বিনা রসিদে। এ দু-বিভাগের বেশ কিছু শিক্ষার্থীর সাথে আলাপ করে জানা যায়, বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর সময় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার খরচের জন্য অন্যান্য বিভাগ থেকে ৭ থেকে ৮শ' টাকা বেশী নেয়া হয়। আবার ফরম ফিলাপের সময়ও অন্যান্য বিভাগ থেকে ৪ থেকে ৫শ' টাকা বেশী নেয়া হয়। এর পরও প্রতি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্র এ প্রতিবেদককে জানায়, তার পারিবারিক অবস্থা খুবই নাজুক। টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয় আবার পরিবারকেও সাহায্য করতে হয়। এ অবস্থায় সে প্র্যাকটিক্যালের দেড়শ' টাকা না দিতে পারায় তাকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে জবির উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহফুজা হক সাংবাদিকদের কাছে টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, অনেক দিন ধরে তারা এভাবে টাকা নিয়ে আসছেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড থেকে তাদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করা হচ্ছে না, তাই ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়। তবে শিক্ষকরা যে টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন এরকম অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।